অভিবাসনে পিছিয়ে পড়া জেলাসমূহ হতে বিদেশ গমনেচ্ছুক কর্মীদের জাপানি ভাষা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের ১ম ব্যাচের কোর্স সমাপনী ও ২য় ব্যাচের কোর্স উদ্বোধনী এবং শূণ্য অভিবাসন ব্যয়ে আইএম জাপান কর্তৃক নিয়োগকৃত ২য় ব্যাচের ১৪জন টেকনিক্যাল ইন্টার্নদের জাপান গমন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

ঢাকার ইস্কাটনস্থ প্রবাসী কল্যাণ ভবনের ব্রিফিং সেন্টার (২য় তলা)-এ ২৫ এপ্রিল সকাল ১১.০০ ঘটিকায় "অভিবাসনে পিছিয়ে পড়া জেলাসমূহ হতে বিদেশ গমনেচ্ছুক কর্মীদের জাপানি ভাষা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের ১ম ব্যাচের কোর্স সমাপনী ও ২য় ব্যাচের কোর্স উদ্বোধনী এবং শূণ্য অভিবাসন ব্যয়ে আইএম জাপান কর্তৃক নিয়োগকৃত ২য় ব্যাচের ১৪জন টেকনিক্যাল ইন্টার্নদের জাপান গমন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান"-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, গণতান্ত্রিক সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে অপ্রতিরোধ্য ও সমুন্নত রাখতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী করে বিদেশে প্রেরণ করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিএমইটি'র পরিচালনায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে যা দক্ষ কর্মী প্রেরণ খাতে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিকে তরান্বিত করছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের আশাব্যঞ্জক হার দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে করেছে সুদৃঢ়। মন্ত্রী জাপানগামী টেকনিক্যাল ইনটার্নদের উদ্দেশ্যে বলেন, যে সকল প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ জাপান গমন করছ তাদেরকে দেশের মান-মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রেখে নির্দিষ্ট সময় শেষে দেশে জন্য সম্মান নিয়ে ফিরবে। প্রথম প্রথম জাপানের কৃষ্টি-কালচারে খাপ খাইয়ে নিতে একটু কষ্ট হতে পারে। তবে ধৈর্য্য ধারন করে থাকতে হবে। মনে রাখবে কোন সাফল্য সহজে পাওয়া যায় না।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো'র মহাপরিচালক মোঃ সেলিম রেজার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নমিতা হালদার এনডিসি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিএমইটি'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা) ড. নূরুল ইসলাম। এছাড়াও আইএম জাপান ও ঢাকাস্থ জাপান দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

উল্লেখ্য, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কমংসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং International Manpower Development Organization Japan (IM Japan) এর মধ্যে উল্লিখিত স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী বাংলাদেশ হতে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে জাপানে Technical Intern প্রেরণ করা হচ্ছে। ১ম পর্যায়ে আগষ্ট-অক্টোবর/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১৭ জন Technical Intern জাপানে গমন করেছেন। উল্লিখিত Technical Intern গণ জাপানে খুব ভালভাবে কাজ করছেন এবং সেখানে থাকা-খাওয়া বাদে প্রতিমাসে প্রায় ৮০ হাজার টাকা করে বাংলাদেশে প্রেরণ করছেন। ২য় পর্যায়ে আগামী ২৬ এপ্রিল/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আরো ১৪ জন Technical Intern জাপানে গমন করবেন। গত ৪ - ৬ এপ্রিল/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে IM Japan এর মাননীয় Excutive Chairman বাংলাদেশে সফরকালে জাপানে কর্মরত বাংলাদেশী Technical Intern দের কাজের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশ হতে অধিক হারে Technical Intern নেয়ার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আগামী ৩ বছরে IM Japan এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে প্রায় ১০০০ জন Technical Intern গ্রহণ করা হবে মর্মে তিনি জানান। ৩য় পর্যায়ে আরো ২০ জন Technical Intern নিয়োগের জন্য IM Japan এর পক্ষ থেকে চাহিদা পাওয়া গেছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য আগামী ১৬ মে ২০১৮ তারিখে Technical Intern দের প্রাথমিক বাছাই কার্যক্রম শুরু করা হবে। আরও উল্লেখ্য যে, জাপানে Technical Intern Training Program (TITP) সফলভাবে সমাপ্তির পর দেশে পুন: প্রতিষ্ঠা, কর্মসংস্থান বা নতুন ব্যবসা শুরুর জন্য সংশ্লিষ্ট জাপানস্থ কোম্পানী প্রত্যেক Technical Intern কে এককালীন ৪ লাখ টাকা করে প্রদান করবেন। টেকনিক্যাল ইন্টার্ন নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ টেকনিক্যাল ইন্টার্নগণ যথাযথভাবে প্রতিপালন করলে বাংলাদেশ হতে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে জাপানে অনেক বেশী হারে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন প্রেরণ করা সম্ভব হবে। কারিগরি খাতে বাংলাদেশ হতে জাপানে Technical Intern (শিক্ষানবিসি কর্মী) নেয়ার জন্য গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে জাপান ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে টোকিওতে MoC স্বাক্ষরিত হয়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব, ড. নমিতা হালদার, এনডিসি উক্ত MoU স্বাক্ষর করেন। উক্ত MoC এর আলোকে জাপানে ৭৭টি পেশায় ১৩৭টি কাজের জন্য বাংলাদেশ হতে Technical Intern প্রেরণের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জাপানি শ্রম বাজারের চাহিদা মোতাবেক অভিবাসনে পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হতে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মোট ৪২ জন প্রার্থী বাছাই করা হয়। প্রথম ব্যাচে ২১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ হতে ১৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৪ মাস মেয়াদি জাপানি ভাষা ও কালচার এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদেরকে আজকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। গত ১৭ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ হতে ২য় ব্যাচে ২১ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। IM Japan ও JITCO এর প্রতিনিধি দল উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও বিএমইটি'র অধীন ৯ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জাপানি ভাষার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। জাপানি ভাষায় দক্ষ Technical Intern জাপানে প্রেরণের লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। জাপানে নিয়োগকারী কোম্পানীসমূহের চাহিদার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।

শুভ
নববর্ষ